



মর্যাদা সম্মুত হয়েছে

প্যারিসে বরকতময় হামলা নিয়ে বক্তব্য

মুজাহিদ শাইখ হারিছ আল-নাযরী
(হাফিযাতুল্লাহ)

Al-Qaida in the Arabian Peninsula

প্রকাশ

১৯ রাবিউল আউউয়াল, শনিবার ১৪৩৬ (হিজরী)

১০ই জানুয়ারী ২০১৫ ঈসায়ী

আফলাহাতিল উজূহ

মর্যাদা সম্মুন্নত হয়েছে



মুজাহিদ শাইখ হারিছ আল-নাযরী
(হাফিযাহুল্লাহ)

Al-Qaida in the Arabian Peninsula

লিঙ্কঃ

<http://www.archive.org/download/aflahtjoh/aflaht.mp4>

<http://www.mediafire.com/download/ayg5k11w9h5ow26>

<http://www.youtube.com/watch?v=Ff5vDM11mb8>

<http://www.dailymotion.com/video/kvukD7WJolCkvw9OOMR>

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু

আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!! আলহামদুলিল্লাহ!!! হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা তো একমাত্র আপনারই জন্য, আপনিই আমাদের নবীজীর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্য যথেষ্ট তাদের থেকে যারা তাঁকে উপহাস করে, সত্যিই সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আপনি আপনার মুজাহিদ বান্দাদের লক্ষ্য পূরণ করে দিয়েছেন। হে আল্লাহ, তাঁর প্রতি শান্তি ও বরকত দান করুন, যাকে পাঠানো হয়েছিল তরবারি সমেত, যতক্ষণ না এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়, যাকে আপনি অধিষ্ঠিত করেছেন শ্রেষ্ঠতম মর্যাদায় এবং তাঁর হৃদয়কে উদ্ভাসিত করেছেন এবং মানুষদের থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর শত্রুদেরই করেছেন নির্বংশ, এই দুনিয়ায় এবং আখিরাতে। হে আল্লাহ, সালাত ও সালাম নাযিল হোক আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুতালিব বিন হাশিম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি। যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা হিসেবে, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী এক উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর এবং তাঁর পরিবারের প্রতি।

অতঃপর, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) শত্রুরা ভাবলো, যারা কুফরী করেছে, অপবাদ আরোপ করেছে, কুৎসা রটনা করেছে, ফ্রাঙ্গ বাসীদের মধ্যে যারা নোংরা, তারা ভাবলো যে আল্লাহ তাঁর রাসূলের (সাঃ) সাহায্য করবেন না। তারা ভাবলো তারা আল্লাহর ক্রোধ থেকে নিরাপদ। তাই তারা নিশ্চিন্তেই অপেক্ষা করছিল, যতক্ষণ না তাদের বিস্ময়ে ফেলে আল্লাহর ক্রোধ তাদের উপর আপতিত হয়। আল্লাহ তাদের উপর কিছু মুমিনকে চাপিয়ে দিলেন এবং এদের হাতে তাদের শাস্তি দিলেন।

قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا
فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ

“বল, তোমরা কি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছ দুইটি শ্রেষ্ঠ জিনিসের জন্য, যখন আমরাও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি যে আল্লাহ নিজ হাতে অথবা আমাদের হাতে তোমাদের শাস্তি দিবেন? তাহলে অপেক্ষা কর, অবশ্যই আমরা আসব, আমরাও যে তোমাদের মতই অপেক্ষা করছি।” - সূরা

আত-তাওবাহ (৯): ৫২

ফ্রাঙ্গ বাসীদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর নবীদের (আঃ) প্রতি বেয়াদবী করেছে তাঁদের সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। আল্লাহর বাহিনীগুলোর মধ্যে একটি তাদের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে গেল এবং তাদের শিক্ষা দিল যে আদব কাকে বলে এবং “বাক স্বাধীনতা”র দৌড় কত দূর...। তোমাদের কাছে এমন

একটি সৈন্যদল এসেছিল যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে (সাঃ) ভালোবাসে, তারা মৃত্যুকে ভয় পায় না বরং আল্লাহর জন্য শাহাদাতের খোঁজেই তারা তোমাদের কাছে এসেছিল।

আল্লাহর জন্য সাহাবীদের পরে একদল মানুষ আছে,
যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) জন্য প্রতিশোধ নেয় এবং বিজয়ী হয়।
অবশ্যই আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) মর্যাদার স্বার্থে সাহাবীদের (রা) সাথে প্রতিযোগিতা করব,
এবং আমরা তাদের উদাহরণগুলো অনুসরণ করব তাঁর মর্যাদা রক্ষায়।
এবং আমাদের জন্য মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (রা) সুন্দর একটি উদাহরণ,
এবং যদি আওস এবং খায়রাজের ইতিহাস জানা থাকে,
তবে মনে রেখ, আল্লাহর জন্য আরো আওস এবং খায়রাজ রয়েছে।

হে বীর মুজাহিদগণ, আমাদের মর্যাদা উজ্জ্বল হয়েছে আর হাত মুক্ত হয়েছে। আমি আশা করি যদি আমি ও তোমাদের মধ্যে থাকতাম! হে মুসলিম উম্মাহ, নিশ্চয়ই কুফফারের বিরুদ্ধে জিহাদ এই দুনিয়ার সম্মান আর আখিরাতের মুক্তি।

কেন আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি না যারা নবীজীর (সাঃ) সম্মানহানি করছে, দ্বীনের সমালোচনা করছে আর মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَلَمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

“আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ, প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রোহ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কোন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে।” -

সূরা আত-তাওবাহ (৯): ১২

ফ্রাঙ্ক বর্তমান সময়ের কুফফারের অন্যতম নেতা। তারা নবীদের বেইজ্জতি করতে চায়, দ্বীনের ব্যাপারে কুৎসা রটায় এবং মুমিনদের সাথে যুদ্ধরত। তাদের জন্য আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কোন বিধি নেই।

فَضْرَبَ الرَّقَابِ حَتَّى إِذَا أُتْحَشْتُمْوَهُمْ فَشَدُّوا الْوَتَاقَ

“তাদের গর্দানে আঘাত কর, অতঃপর (এভাবে) তাদের যখন তোমরা হত্যা করবে তখন (বন্দীদের) তোমরা শক্ত করে বেঁধে ফেল।” - সূরা মুহাম্মাদ (৪৭): ৪

হে ফরাসীরা, কখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করবে? যদি তোমরা শাহাদাহ দিয়ে দাও (ইসলাম গ্রহণ কর), এটাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তার যথার্থ বাণী নিয়ে তোমাদের নিকট রাসূল এসেছেন, তোমরা তা মেনে নাও যাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবকিছুই আল্লাহর। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাবান।” - সূরা আন-নিসা (৪): ১৭০

হে ফরাসী জনতা, এটা তোমাদের জন্য উত্তম হবে যে, তোমরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তোমাদের আশ্রয় ত্যাগ কর, সম্ভবত তখন তোমরা নিরাপদে থাকতে পারবে। কিন্তু যদি তোমরা যুদ্ধ ত্যাগ করতে অস্বীকার কর, তবে তোমরা সুসংবাদ নাও- আল্লাহর কসম, তোমরা কখন ও নিরাপত্তার আনন্দ উপভোগ করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকবে এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে।

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُهُ الْأُولِينَ

“যারা আল্লাহ তা’আলাকে অস্বীকার করেছে তাদের তুমি বল তারা যদি এ থেকে ফিরে আসে তাহলে তাদের অতীতের সব কিছুই ক্ষমা করে দেওয়া হবে, তবে যদি তারা (তাদের আগের কার্যকলাপের দিকে) ফিরে যায়, তবে তাদের (সামনে) আগের (জাতিসমূহের ভয়াবহ) পরিণামের দৃষ্টান্ত তো (মজুদ) রয়েছেই।” - সূরা আল-আনফাল (৮): ৩৮

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাসূল আ’লামীনের।